যায়যায়দিন

তারিখ .. 01 FEB 2008
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মৌলভীবাজার পাবলিক লাইব্রেরি

মৌলভীবাজার শহরের কোর্ট রোডের পাশে অর্ধ শত বছর ধরে দাঁড়িয়ে থাকা টিনশেডের ঘরটি এ শহরের জ্ঞান পিপাসুদের তৃষ্ণা মেটাতে অবদান রেখে যাচ্ছে। এটি মৌলভীবাজারের পাবলিক লাইব্রেরি।

সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, ১৯৫৬ সালে মৌলভীবাজার মহকুমা শহরের পড়ুয়া একদল লোক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়ে এ মৌলভীবাজার পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় সরকারি জমিতে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন মৌলভীবাজারের তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক আবদুছ ছত্তার। অর্ধশত বছরেও মৌলভীবাজার পাবলিক লাইব্রেরির নিজস্ব জমি হয়নি। মৌলভীবাজার জেলা পরিষদের

অফিস ও ডাকবাংলোর মধ্যে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে পাবলিক লাইব্রেরি জেলা পরিষদের জমিতে। যদিও এ জমি পাবলিক লাইব্রেরিকে বরাদ্দ দেয়ার দাবি দীর্ঘদিনের।

এ পাবলিক লাইব্রেরিতে মূল্যবান ও দুর্লভ বহু বই রয়েছে। বইপত্রের পাশাপাশি রয়েছে দুটি শ্বেত পাথরের মূর্তি। এর একটি শেক্সপিয়ারের। এ মূর্তিটি বর্তমানে ভাঙা অবস্থায় আছে। অন্য মূর্তিটি অক্ষত ও সংরক্ষিত থাকলেও মূল্যবান এ মূর্তিটি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির সেটা জানে না মৌলভীবাজারের কেউ। পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান শুভাময় রায় জানিয়েছেন, ১৯৫৬ সালে এ পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই পাকিস্তান আমলে তিনি পাবলিক লাইব্রেরির সামনে দুই পাশে দুটি মূর্তি দেখেছেন। এর মধ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনারা শেক্সপিয়ারের মূর্তিটি ভেঙে ফেলেছিল। সেটি এখনো ভাঙা অবস্থায় পাবলিক লাইব্রেরিতে আছে। অর্থ সঙ্কটের কারণে মেরামত করা যাচ্ছে না। আর অপরিচিত এ মূর্তিটি অযত্ন-অবহেলায় পড়ে ছিল লাইব্রেরির স্টোর রুমে।

আনোয়ারুল ইসলাম জাবেদ মৌলভীবাজার

বই সরদার আলীর বিছানা

স্কুলের গণ্ডি পেরোননি সরদার আলী হোসেন। অথচ নিজের বেডরুমের চারদিকে রয়েছে থরে থরে বইয়ের স্তূপ। তিনি মনে করেন, যতোই একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন থাক না কেন মানুষ হিসেবে নিজেকে তৈরি করতে হলে বিশ্ব সম্পর্কে, মানুষ সম্পর্কে পড়তে হবে, জানতে

হবে। তার মতে পড়া ও জানার কোনো বিকল্প নেই। সৈয়দ মুজতবা আলীকে গুরু মানেন তিনি। মনে প্রশ্ন জাগলে বইয়ের কাছে উত্তর খুঁজতে বলেছেন মুজতবা আলী। তাই তিনি বারবার বইয়ের কাছে ফিরে যান।

তার লাইব্রেরিতে প্রবন্ধ সাহিত্য, নৃতত্ত্ব, বস্তুবাদ, মনস্তত্ত্বসহ বিভিন্ন ধরনের তিন হাজারের বেশি বই রয়েছে। সুবক্তা, আবৃত্তিকার ও সফল সংগঠক সরদার আলী হোসেন নিজেকে মনস্তত্ত্বের ছাত্র বলে দাবি করেন। কবিতাকে তিনি তার প্রেমিকা ভাবেন। তাই কবিতা তার সব সফলতা ও ব্যর্থতার সঙ্গী। বই পড়ে সম্পন্ন মানুষ হতে চাওয়া এ মানুষটি ১৯৬২ সাল থেকে গ্রন্থ সংগ্রহ শুরু করেছেন।

মরিয়ম শেলী চুয়াডাঙ্গা

সুনামগঞ্জ শহীদ জগৎজ্যোতি লাইব্রেরি

৫৯ সালে ভিলেজ শহর সুনামগঞ্জে আলোকিত কয়েকজন মানুষ ডিএস রোডে সুনামগঞ্জ পাবলিক ইব্রেরি নামে একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজের কালীন ছাত্রনেতা জগৎজ্যোতি বীর বিক্রমের নামে এ লাইব্রেরির নামকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠাতা ইওনিয়র ছিলেন প্রয়াত আবু হানিফা, াডভোকেট আবদুস সামাদ, দেওয়ান ায়দুর রাজা চৌধুরী, প্রয়াত মুজিবুর মান, মনোরঞ্জন চৌধুরীসহ তৎকালীন ায়ের শহরের এক ঝাঁক আলোকিত । এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন কালীন এসডিও বি আর নিজাম এবং তষ্ঠাতা সেক্রেটারি ছিলেন মনোরঞ্জন ধুরী। দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ধরে এ লাইব্রেরি নপিপাসুদের মনের খোরাক যোগাচ্ছে।

তীয় ও স্থানীয় পত্রিকা, সাময়িকীর াপাশি ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম, বতা, গল্প, উপন্যাস, অনুবাদসহ অনেক ভ বই রয়েছে এ লাইব্রেরিতে। রয়েছে ত লেখা সম্পূর্ণ একটি কোরআন ফ। বর্তমানে বইয়ের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ১০ হাজার। এ লাইব্রেরির নিয়মিত পাঠক ১০ হাজার ৩৭২ জন। লা প্রশাসন ও স্থানীয় বিদ্যোৎসাহীদের প্রচেষ্টায় লাইব্রেরিতে আধুনিকতার ছোঁয়া এসেছে। নিজস্ব পিউটার ও জেনারেটর রয়েছে। দ্বিতল ভবনটির ওপর তলা অডিটরিয়াম হিসেবে ভাড়া দেয়া হয়।

আবুলের আছে বিবিসি নিউজ

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করে সুগার মিলের যন্ত্র তৈরির কারখানা রেনউইক অ্যান্ড যজ্ঞেশ্বর কম্পানির পিয়ন পদে চাকরি করছেন তিনি। তবে তার রয়েছে বিশাল এক সংগ্রহশালা। রেনউইক ক্যাম্পাসের কলোনিতে তিন রুমের এক বাসায় ৫৫ বছর বয়সী আবুল হোসেন পরিবার নিয়ে থাকেন। এরই একটি রুমে গড়ে তুলেছেন লাইব্রেরি। এখানে রয়েছে ৩০ বছর ধরে সংগ্রহ করা পত্রিকা এবং প্রায় দেড় হাজারের বেশি বই। তবে শুধু রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মধুসূদন, বঙ্কিম, বেগম রোকেয়া, দীনবন্ধু মিত্র এবং দুই বাংলার লেখকদের বই নয়; মার্কস এবং লেনিন রচনাবলী ছাড়াও শেক্সপিয়ার, গেটস, দান্তে, হোমার, টলস্টয়, টয় এবং গোগল সমগ্র রয়েছে তার এ

লাইব্রেরিতে। পাঁচ বছর ধরে রেকর্ড করা বিবিসির সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা এবং সকাল সাড়ে ৭টার খবরও তিনি সংগ্রহশালায় রেখেছেন। 'সচিত্র সন্ধানী' পত্রিকায় শফিক রেহমানের 'যায়যায়দিন' শিরোনামের লেখাগুলোও তিনি রেখেছেন যত্ন করে। মাত্র ৬ হাজার টাকা বেতনের চাকরি করে তিন